বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২১

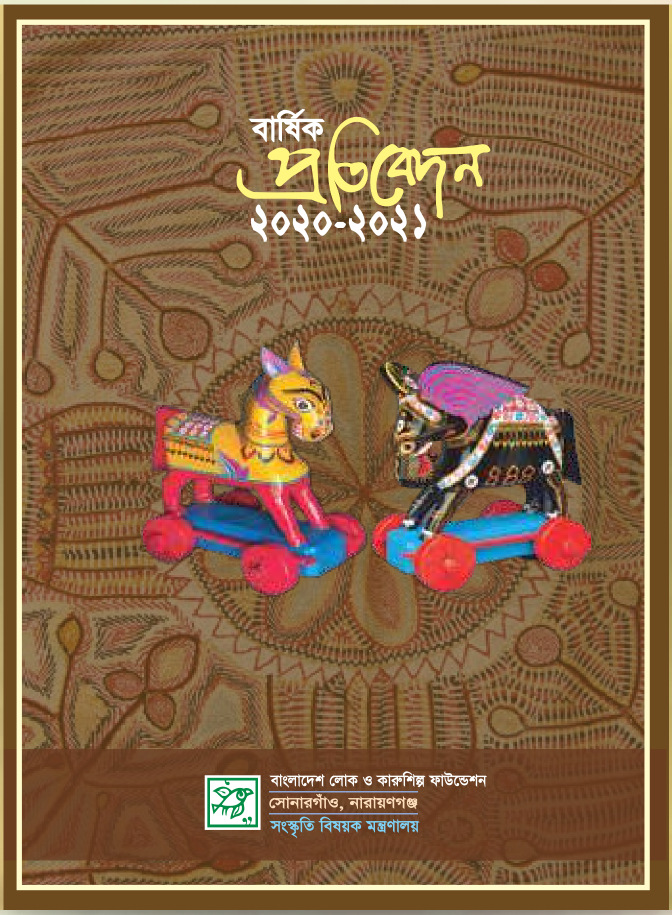

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ
ড. আহমেদ উল্লাহ, পরিচালক, বালোকাফা
মোঃ রবিউল ইসলাম, উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বালোকাফা
মোঃ মনিরুজ্জামান, গাইড লেকচারার, বালোকাফা

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
একেএম আজাদ সরকার
ডিসপ্লে অফিসার, বালোকাফা

আলোকচিত্র
মো: শফিকুর রহমান
ফটোগ্রাফার, বালোকাফা

প্রকাশক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ফোন: ০৯৬০৪০০০৭৭৭
www.sonargaonmuseum.gov.bd

সূচিপত্র

১. বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ৭
১.১ প্রতিষ্ঠার পটভূমি ৮
১.২ রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৮
১.৩ কার্যাবলী ৮
১.৪ ফাউন্ডেশনের আকর্ষণসমূহ ৮
১.৪.১ শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর ৮
১.৪.২ ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি ৯
১.৪.৩ মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ ৯
১.৪.৪ কারুপণ্য চত্বর ৯

২. ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম ১১
২.১ লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ১২
২.২ কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ ১২
২.২.১ 'মৃৎশিল্পের সম্ভাবনাময় ঐতিহ্য ও আধুনিকতা' শীর্ষক কমর্শালা ১২
২.২.২ 'শীতল পাটির ডিজাইন বৈচিত্র্য ও এর বহুবিধ ব্যবহার' শীর্ষক কমর্শালা ১২
২.২.৩ 'কারুশিল্পী উদ্যোক্তা' শীর্ষক প্রশিক্ষণ ১২
২.৩ 'কারুপণ্য উদ্যোক্তা পুরস্কার' ও 'মিডিয়া ফেলোশিপ' প্রবর্তন ১২
২.৪ কারুশিল্পী পদক প্রদান ১২
২.৫ গবেষণা ও প্রকাশনা ১৩
২.৬ কারুপণ্য সংগ্রহ ১৩
২.৭ সংগৃহীত কারুপণ্যের ডকুমেন্টেশন ১৩
২.৮ জাদুঘরের গ্যালারি সজ্জিতকরণ ১৩
২.৯ কারুশিল্পী অনুদান ১৩
২.১০ দর্শনার্থী কর্তৃক জাদুঘর পরিদর্শন ১৩
২.১১ পুস্তক ও ডকুমেন্ট সংগ্রহ ১৩
২.১২ প্রশাসনিক কার্যক্রম ১৪
২.১৩ বাজেট ও প্রকৃত আয়-ব্যয় ১৪

৩. ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা ১৫
৩.১ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন ১৬
৩.২ Library Management System চালুকরণ ১৬
৩.৩ কারুশিল্প জরিপ ১৬
৩.৪ গবেষণা ও প্রকাশনা ১৬
৩.৫ কার্য-সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন ১৬
৩.৬ বড় সরদারবাড়ি সজ্জিতকরণ ১৬
৩.৭ নতুন প্রকল্প গ্রহণ ১৬

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-ক ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড ১৭
পরিশিষ্ট-খ লোককারুশিল্প মেলা ২০২১ এ অংশগ্রহণকারী কর্মরত কারুশিল্পীর তালিকা ১৮
পরিশিষ্ট-গ লোককারুশিল্প মেলা ২০২১ ১৯
পরিশিষ্ট-ঘ পদকপ্রাপ্ত লোককারুশিল্পীদের তালিকা ২০
পরিশিষ্ট-ঙ সংগৃহীত পোড়ামাটির পুতুলের তালিকা ২১
পরিশিষ্ট-চ ২০২১ সালে লাইব্রেরির জন্য সংগৃহীত বইয়ের তালিকা ২২
পরিশিষ্ট-ছ নিলামকৃত অকেজো মালামালের তালিকা ২৪
পরিশিষ্ট-জ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আয়-ব্যয়ের হিসাব (লক্ষ টাকায়) ২৫
পরিশিষ্ট-ঞ আলোকচিত্রে ২০২০-২১ ২৭-

মুখবন্ধ

আবহমান গ্রামবাংলার লোকজীবনধারা বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির ভিত্তি। সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের জীবন ধারার নিয়ম, গতি, রূপ ও বৈচিত্র্য সময়ের পরিক্রমায় লোকসংস্কৃতি হিসেবে পরিগণিত হয়। লোকসংস্কৃতির এ ধারা অব্যাহত রাখতে এবং লোককারুশিল্প সংরক্ষণ ও প্রসারের লক্ষ্যে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এর উদ্যোগে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় ৪৬ বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটি কারুশিল্পীদের বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এ শিল্পের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এ প্রতিষ্ঠানের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের প্রতিটি কর্মকান্ড এক মলাটে আবদ্ধ করে 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১' প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনটি ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন অংশীজন যেমন কারুশিল্পী, কারুপণ্য উদ্যোক্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের কাজে আসবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করছি। একই সাথে এ প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন তথা বাংলাদেশের লোককারুশিল্প ও কারুশিল্পীর অগ্রযাত্রার ধারা অব্যাহত রাখতে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

ড. আহমেদ উল্লাহ
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

১. বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

১.১ প্রতিষ্ঠার পটভূমি

বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন জনপদ নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও। প্রায় তিনশত বছর প্রাচীন বাংলার রাজধানী ছিল সোনারগাঁও। সুলতানি আমলের শাসকগণ, বারোভূঁইয়া প্রধান ঈসা খাঁ এবং জগদ্বিখ্যাত মসলিনের স্মৃতি বিজড়িত এই সোনারগাঁও। এটি আবহমান গ্রামবাংলার লোকশিল্প ও লোকজ ঐতিহ্য বিকাশের সমৃদ্ধ স্থান। সোনারগাঁও এর কাঠের চিত্রিত হাতি-ঘোড়া-পুতুল নির্মাণশৈলীর জন্য দেশে-বিদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত। এমন লোক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পটভূমিতে এদেশের মাটি ও মানুষের শিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের প্রচেষ্টা এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭৫ সালে ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা ও প্রদর্শনের জন্য ঢাকা থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে 'বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৮ সনের ৬ মে জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আইন ১৯৯৮' আইন প্রণীত হয়। আইনের আওতায় গঠিত একটি ট্রাস্টি বোর্ডের দিক-নির্দেশনায় প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় (পরিশিষ্ট- ক)।

১.২ রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রূপকল্প

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, পুনরুজ্জীবন ও গবেষণা।

অভিলক্ষ্য

অনুসন্ধান, সংগ্রহ, গবেষণা ও মান উন্নয়নের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের উৎকর্ষ সাধন ও প্রসার।

উদ্দেশ্য

ঐতিহ্যবাহী লোককারুশিল্প অনুরাগী সংস্কৃতিমনস্ক জাতি গঠন।

১.৩ কার্যাবলী

(ক) লোক ও কারুশিল্পের সংরক্ষণ;
(খ) লোক ও কারুশিল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন;
(গ) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা;
(ঘ) শিল্পগ্রাম প্রতিষ্ঠা;
(ঙ) লোক ও কারুশিল্প বিষয়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী গবেষণার ব্যবস্থা করা এবং গবেষণালব্ধ তথ্য ও তথ্যাদি প্রকাশনার ব্যবস্থা করা;
(চ) দেশব্যাপী জরিপের মাধ্যমে লোক ও কারুশিল্পের বিভিন্ন মাধ্যম ও শিল্পীদের বিবরণ সম্বলিত তথ্য ভান্ডার তৈরি ও হালনাগাদ;
(ছ) লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শনাদির সংরক্ষণ এবং ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের শিল্পীকে সহযোগিতা করা;
(জ) লোক ও কারুশিল্প উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
(ঝ) লোক ও কারুশিল্পের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মেলা, প্রদর্শনী, ওয়ার্কশপ-এর আয়োজন;
(ঞ) লোক ও কারুশিল্প উন্নয়ন নীতি প্রণয়নে সরকারকে সহযোগিতা করা এবং তৎসম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান;
(ট) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিদেশী ও আন্তর্জাতিক লোক ও কারুশিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত একই বিষয়ে যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা;
(ঠ) উপরিল্লিখিত কার্যাদির সম্পূরক ও প্রাসংগিক অন্যান্য কার্য সম্পাদন করা;

১.৪ ফাউন্ডেশনের আকর্ষণসমূহ

১.৪.১ শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিভাবান শিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর কিশোরগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিল্প মানসিকতা ও বাস্তবমুখী কল্পনা শক্তির জন্য তিনি শিল্পাচার্য উপাধিতে ভূষিত হন। দেশের লোকঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার আন্দোলনে তিনি নিজেকে সক্রিয়ভাবে জড়িত করেছিলেন। তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯ অক্টোবর ১৯৯৬ সালে ফাউন্ডেশনের জাদুঘরটি শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর নামে নামকরণ করা হয়। জাদুঘরটির শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাদুঘরটিতে কাঠখোদাই; জামদানি, টেরাকোটা ও পাথর শিল্প এবং নকশিকাঁথা; এবং তামা-কাঁসা, লোক অলংকার ও লোকবাদ্যযন্ত্র শীর্ষক ৩টি গ্যালারি রয়েছে।

১.৪.২ ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি

বড় সরদারবাড়ি সোনারগাঁয়ের ঐতিহাসিক স্থাপনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ০৩ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াংওয়ান কর্পোরেশনের মধ্যে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের বড় সরদারবাড়ির রেস্টোরেশন কাজের ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। রেস্টোরেশন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য বড় সরদারবাড়ির প্রকৃত সৌন্দর্য ফিরে আনা। বাড়িটির আয়তন ২৭,৪০০ বর্গফুট এবং মোট কক্ষ ৮৫টি। রেস্টোরেশন প্রকল্পের পরিচালক ছিলেন এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. আবু সাইদ এম. আহমেদ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ০১ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রেস্টোরেশনকৃত বড় সরদারবাড়ির শুভ উদ্বোধন করেন। বড় সরদারবাড়ি পরিদর্শনে দেশি দর্শনার্থীদের জন্যে প্রবেশ ফি একশত টাকা এবং বিদেশি পর্যটকগণের দুইশত টাকা।

১.৪.৩ মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন চত্বরে প্রকৃতিকে খুব নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করার সুযোগ রয়েছে। ফাউন্ডেশনের ১৫৬ বিঘা আয়তনের মনোমুগ্ধকর সবুজ চত্বর এর বিস্তৃত জায়গা জুড়ে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন লেক। লেকের দু'পাশে রয়েছে নানা প্রজাতির ঔষধি ফুল ও ফল গাছের সমারোহ। বৃক্ষরাজির মধ্যে রয়েছে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, গোলাপজাম, হিজল, জারুল, কদম, বকুল, সোনালু, অর্জুন, গর্জন, শিমুল, পলাশ, আমলকি, হরিতকী, বহেড়া, চন্দন, কাঠবাদাম, জাফরান, হৈমন্তী, মহুয়াসহ ইত্যাদি। এ সকল বৃক্ষরাজিতে বসবাসরত শালিক, কোকিল, ঘুঘু, বুলবুলি, টুনটুনি, টিয়া, দোয়েল, শ্যামার মত বৈচিত্র্যময় পাখিদের কল-কাকলিতে মুখরিত থাকে ফাউন্ডেশন চত্বর। লেকের জলে লাল, সাদা ও শাপলা ও শালুক ফুটে এক চিত্তাকর্ষিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। শীতকালে শীতপ্রধান দেশ থেকে অতিথি পাখির সমাগমও ঘটে এই লেকে। প্রায় ৫২ বিঘা আয়তনের দৃষ্টিনন্দন লেকে নৌকায় ভ্রমণ ও বড়শিতে মাছ শিকারের ব্যবস্থা রয়েছে।

১.৪.৪ কারুপণ্য চত্বর

কারুশিল্পীদের তৈরি কারুপণ্য বিকিকিনির জন্য ৪৮টি বিপণন স্টলের সমন্বয়ে রয়েছে 'কারুপণ্য চত্বর'। স্টলগুলো বিভিন্ন ফুল, পাখি, নদী এবং বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকগণের কাব্যগ্রন্থের নামে নামকরণ করা হয়েছে। স্টল গুলোতে কারুশিল্পীদের তৈরি কারুপণ্য যেমন জামদানি, শখের হাঁড়ি, নকশিকাঁথা, কাঠের পুতুল, শীতলপাটি, শোলার কারুপণ্য, মাটির ও কাঠের তৈরি বিভিন্ন তৈজসপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

২. ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

২.১ লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব

এদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি ও লোকজ ঐতিহ্যের নিদর্শনাদি সংগ্রহ সংরক্ষণ প্রদর্শন এবং এ বিষয়ে গবেষণার পাশাপাশি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এর পরিচিত তুলে ধরার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন। এ উদ্দেশ্যে প্রতিবছর ফাউন্ডেশন কর্তৃক লোককারুশিল্প মেলার আয়োজন হয়ে থাকে। গত ০১ মার্চ ২০২১ থেকে মাস ব্যাপি লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কারুশিল্পীরা তাদের তৈরিকৃত লোক কারুশিল্পের পসরা সাজিয়ে বসেন। এ মেলায় ১৭টি জেলার ১২টি মাধ্যমের ৪৯জন কারুশিল্পীকে ২৫টি স্টলে তাদের শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া মেলায় অন্যান্য স্টলের মধ্যে হস্তশিল্প ৪২টি, জামদানি ১২টি, পোশাক ১৪টি কারুপণ্য উদ্যোক্তাস্টল ০৮টি এবং দেশীয় খাবারের স্টল ১৬টি স্থান পায়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এবারের লোককারুশিল্প মেলায় ১০০টি স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়। তাছাড়া মেলার বঙ্গবন্ধুর দুর্লভ আলোকচিত্র নিয়ে বঙ্গবন্ধু কর্নার করা হয়। মেলায় আগত দেশি-বিদেশি দর্শনার্থীদের কারুপণ্য উৎপাদন সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য ফাউন্ডেশনের লাইব্রেরি চত্বরে কারুশিল্পীদের কর্মময় জীবনের আলোকচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। মাসব্যাপী লোকজ উৎসব আয়োজনে প্রতিদিনের অনুষ্ঠানমালায় ছিল জারি-সারি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, মারফতি, পল্লীগীতি, লালনগীতি, বাউলগান, গম্ভীরা, আলকাপ, গাজী কালুর পালা, মহুয়া পালা, চম্পাবতীর পালা এবং হাছন রাজার গানের মতো হাজারো লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্যনাট্য, কবিতা আবৃত্তি, লোকছড়া পাঠের আসর, পুঁথি পাঠের আসর, লোকজ গল্পবলাসহ বর্ণালী অনুষ্ঠানমালা। লোককারুশিল্প মেলায় অংশগ্রহণকারী কর্মরত কারুশিল্পীর তালিকা এবং অনুষ্ঠানমালার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিশিষ্ট- খ ও গ তে দ্রষ্টব্য

২.২ কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ

২.২.১ 'মৃৎশিল্পের সম্ভাবনাময় ঐতিহ্য ও আধুনিকতা' শীর্ষক কমর্শালা

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৫-৬ নভেম্বর ২০২০ পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলায় দু'দিনব্যাপী 'মৃৎশিল্পের সম্ভাবনাময় ঐতিহ্য ও আধুনিকতা' শীর্ষক কমর্শালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৪টি গ্রুপে মোট ২০জন কারুশিল্পী অংশগ্রহণ করেন।

২.২.২ 'শীতল পাটির ডিজাইন বৈচিত্র্য ও এর বহুবিধ ব্যবহার' শীর্ষক কমর্শালা

বাংলাদেশ লোকও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলায় দিনব্যাপী 'শীতল পাটির ডিজাইন বৈচিত্র্য ও এর বহুবিধ ব্যবহার' শীর্ষক কমর্শালা আয়োজন করা হয়। ২৩ জন শীতলপাটি শিল্পী এ কর্মশালার অংশ গ্রহন করে।

২.২.৩ 'কারুশিল্পী উদ্যোক্তা' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

কারুশিল্পী কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য উন্নয়ন ও বিপণনে সহায়তার মাধ্যমে এ শিল্প সংরক্ষণে উদ্যোক্তা শ্রেণি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশ লোকও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক ২০ থেকে ২৪ জুন ২০২১ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে চারদিনব্যাপী কারুশিল্পী উদ্যোক্তা শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ৩৪ জন এ প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন।

২.৩ 'কারুপণ্য উদ্যোক্তা পুরস্কার' ও 'মিডিয়া ফেলোশিপ' প্রবর্তন

কারুশিল্পীগণ কর্তৃক উৎপাদিত কারুপণ্য উন্নয়ন ও বিপণনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী উদ্যোক্তাদের পুরস্কৃত করার মাধ্যমে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। নির্দেশিকাটি অনুমোদনের জন্য পরিচালনা পর্ষদের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা হবে।

অন্যদিকে, স্বাস্থ্যসম্মত, পরিবেশ-বান্ধব ও সুলভ কারুপণ্য সম্পর্কে সাধারণ জনগণ, ক্রেতা, ভোক্তাদের সচেতন করতে এবং এর ব্যবহারে আগ্রহী করে তুলতে নিবন্ধ বা ডুকুমেন্টারী তৈরিতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত তরুণ সাংবাদিকদের উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে 'মিডিয়া ফেলোশিপ' প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২.৪ কারুশিল্পী পদক প্রদান

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে নতুন প্রজন্মের কাছে দেশীয় ঐতিহ্য ও আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কারুশিল্পীদের উৎসাহিত করতে ২০১০ সাল থেকে ফাউন্ডেশন 'কারুশিল্পী পদক' প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে পদকপ্রাপ্ত কারুশিল্পীদের প্রত্যেককে এক ভরি

ওজনের একটি স্বর্ণপদক, নগদ ত্রিশ হাজার টাকা ও সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত বিভিন্ন মাধ্যমে মোট ১৬জন কারুশিল্পীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩টি মাধ্যমের কারুশিল্পীদের পদক প্রদান করা হয়েছে যথা; (১) মৃৎশিল্প- (পটারি) (২) বয়নশিল্প- (খাদি কাপড়) (৩) নকঁশিপিঠা। পদক প্রাপ্ত লোক ও কারুশিল্পীগণের তালিকা পরিশিষ্ট- ঘ তে দ্রষ্টব্য।

২.৫ গবেষণা ও প্রকাশনা

২০২০-২১ অর্থবছরে ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির আওতায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ রওশন জাহিদ 'রাজশাহী অঞ্চলের লোক ও কারুপণ্যের ডিজাইন বৈচিত্র্য' বিষয়ে; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফারজানা আহমেদ 'জয়নুল আবেদিনের লোক ও কারুশিল্প ভাবনা এবং বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন'; এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ডিজাইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক দীপ্তি রানী দত্ত 'ফাউন্ডেশনের সংগ্রহে থাকা দারুশিল্পের ডিজাইন বৈচিত্র্যের সার্বিক পর্যালোচনা' বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। অন্যদিকে, 'বাংলাদেশের পুতুল' শীর্ষক গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ ও 'লোক ও কারুশিল্প পত্রিকা'র দুইটি সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে।

২.৬ কারুপণ্য সংগ্রহ

পুতুল বাঙ্গালির অন্যতম প্রাচীন ঘরোয়া শিল্পকর্ম। সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাংলার জনসমাজকে পুতুলের মাধ্যমে চিহ্নিত করার এক প্রবণতা চলে আসছে। তাই সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাংলার ঘরে ঘরে পুতুল তৈরি করা হয়ে থাকে। মায়েরা মেয়েদের খেলার জন্য কাপড়ের, মাটির পুতুল বানিয়ে দেন। এলাকা ভেদে পুতুলের গড়নে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। আবার ঐতিহাসিক বিষয় ছাড়াও বাংলার লৌকিক ধর্মের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ৫৭টি পোড়ামাটির পুতুল জাদুঘরে নিদর্শন হিসেবে সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত মাটির পুতুল ও খেলনার তালিকা পরিশিষ্ট- ঙ তে দষ্টব্য।

২.৭ সংগৃহীত কারুপণ্যের ডকুমেন্টেশন

সংগৃহীত নিদর্শনের মধ্যে মৃৎশিল্পের ১৭৪৫টি নিদর্শনের ক্যাটালগ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে একই সাথে এবং তামা-কাঁসা-পিতলের নিদর্শনের ক্যাটালগ তৈরির কাজ চলমান।

২.৮ জাদুঘরের গ্যালারি সজ্জিতকরণ

জাদুঘর গ্যালারির এক্সেশন কার্ডসমূহ নতুনভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। জাদুঘর ভবনের প্রধান ফটকের স্যুভিনির শপ কারুপণ্য চত্বরে স্থানান্তর করে সেই স্থানটিতে ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের দুর্লভ আলোকচিত্র এবং তাঁর পুত্র ময়নুল আবেদিন এর নিকট থেকে প্রাপ্ত শিল্পচার্যের ব্যবহৃত সামগ্রী দিয়ে 'জয়নুল কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে।

২.৯ কারুশিল্পী অনুদান

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ফাউন্ডেশন মহামারীর কোভিড-১৯ এর কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্থ ৫৭ জন অসচ্ছল কারুশিল্পীর প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

২.১০ দর্শনার্থী কর্তৃক জাদুঘর পরিদর্শন

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩,১৪,০০৭ জন দর্শনার্থী জাদুঘর পরিদর্শন করেন। তন্মধ্যে ১৮,৬৭৮ জন দর্শনার্থী বড় সরদারবাড়ি পরিদর্শন করেন। বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ১০৮ জন।

২.১১ পুস্তক ও ডকুমেন্ট সংগ্রহ

ফাউন্ডেশনের লাইব্রেরির জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক এবং ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত পুস্তক ও ডকুমেন্টের তালিকা পরিশিষ্ট-চ তে দ্রষ্টব্য।

২.১২ প্রশাসনিক কার্যক্রম

- ফাউন্ডেশনের কারুপণ্য চত্বরের স্টলগ্রহীতাগণের সুবিধার জন্য মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (বিকাশ) এর মাধ্যমে ভাড়া প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এর ফলে স্টলগ্রহীতাদের সময় ও যাতায়াত খরচ (TCV) সাশ্রয় হবে। পেমেন্ট সম্পন্ন করার পরবর্তী কার্যদিবসে উক্ত অর্থ ইএফটি এর মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছে।

- ডিজিটাল সেবার উদ্যোগ হিসেবে ফাউন্ডেশনের ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফি ডকুমেন্টেশন ক্লাউড সার্ভিসে স্থায়ী সংরক্ষণ ও সহজে সংগ্রহের সুবিধার্থে 'ফটোগ্রাফির অনলাইন অ্যাকসেসেবল ডেটাবেজ' তৈরি করা হয়েছে। সেবাটি চালু করার ফলে প্রতিষ্ঠানের ছবি/ভিডিও নষ্ট কিংবা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছে এবং যেকোন স্থান থেকে অনলাইনে সংরক্ষিত ছবি/ভিডিও সংগ্রহ সম্ভব হচ্ছে।

- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ফাউন্ডেশন আয়োজিত দুইটি (১২১ ও ১২২তম) বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাসমূহে (১) বাংলাদেশের দুষ্প্রাপ্য/বিলুপ্তপ্রায় কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ অব্যাহত রাখা; (২) লোককারুপণ্য বিপণনের জন্য পর্যটন কর্পোরেশনের বিপণন কেন্দ্রে কারুপণ্য সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; (৩) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীনস্থ পানাম নগর ও ফাউন্ডেশনের মধ্যবর্তী জমি অধিগ্রহণ পূর্বক সংযোগ স্থাপন সহ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- ১০টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ফাউন্ডেশনের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম জোরদারের অংশ হিসেবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, কর্ম-পরিকল্পনা এবং বার্ষিক প্রকিউরমেন্ট পরিকল্পনা, শুদ্ধাচার পরিকল্পনার আলোকে প্রত্যেকের করণীয় নির্দিষ্ট করে কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হয় এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- ফাউন্ডেশনের ডিসপ্লে অফিসার জনাব একেএম আজাদ সরকার এবং প্রধান অফিস সহকারী কাম-হিসাব রক্ষক জনাব মোঃ আব্দুর রহিমকে শুদ্ধাচার পুরস্কার হিসেবে এক মাসের মূলবেতন ও একটি সনদ প্রদান করা হয়।

- ফাউন্ডেশনের উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মোছাব্বের হোসেন, গাইড লেকচারার জনাব একেএম মুজাম্মিল হক, গাইড লেকচারার জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান এবং উচ্চমান সহকারী জনাব মোঃ মিজানুর রহমানকে উদ্ভাবনী পুরস্কার হিসেবে একটি করে প্রশংসা পত্র প্রদান করা হয়।

- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ফাউন্ডেশনে হিসাব সহকারী পদে জনাব মোঃ রেজাউল করিম এবং অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে জনাব মোঃ নাসির হোসেন নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন। অন্যদিকে, ফাউন্ডেশনের ইলেকট্রিশিয়ান জনাব মোঃ সাইদুর রহমান অবসর গ্রহণ করেছেন ।

- ফাউন্ডেশনের পুরাতন অকেজো মালামাল টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিলাম করা হয়। নিলামকৃত মালামালের তালিকা যথাক্রমে পরিশিষ্ট-ছ তে দ্রষ্টব্য।

- ফাউন্ডেশনের 'ছায়ানীড়' স্টাফকোয়ার্টার সংস্কার করা হয়েছে এবং দর্শনার্থীদের জন্য নির্দিষ্টকৃত ওয়াশরুমগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'ভূমিজ' নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- সিসি ক্যামেরা দ্বারা পুরো ফাউন্ডেশন পর্যবেক্ষণের এবং হ্যালোজিন লাইট দ্বারা ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসকে আলোকিত করার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

- কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং সৃজনশীলতা বৃদ্ধির নিমিত্ত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

২.১৩ বাজেট ও প্রকৃত আয়-ব্যয়

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ফাউন্ডেশনের বাজেট ছিল ছয় কোটি আটচল্লিশ লক্ষ টাকা। ফাউন্ডেশনের নিজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা তিন কোটি টাকার বিপরীতে প্রকৃত আয় হয় দুই কোটি আটত্রিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার তিনশত আশি টাকা তের পয়সা। উক্ত অর্থবছরে সর্বমোট ব্যয় হয় ছয় কোটি ত্রিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার একশত সাতানব্বই টাকা ঊনষাট পয়সা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব আয় লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব পরিশিষ্ট-জ তে দ্রষ্টব্য।

৩. ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা

৩.১ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন

বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের বিকাশে একটি দীর্ঘমেয়াদী বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন। সকল অংশীদারদের সাথে আলোচনাক্রমে জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা দলিল যেমন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০৪১ এবং Sustainable Development Goals এর আলোকে দশ বছর মেয়াদী একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের রূপকল্প অভিলক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে প্রণিতব্য উক্ত কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে বছর-ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

৩.২ Library Management System চালুকরণ

ফাউন্ডেশনের লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ডকুমেন্ট সহজে ব্যবস্থাপনার জন্য ‘লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের সাহায্যে একজন পাঠক সহজেই অনলাইনে বই অনুসন্ধান, ডাউনলোড, প্রিন্ট এবং পড়তে পারবেন। তাছাড়া, এর সাহায্যে লাইব্রেরিয়ানের বই ব্যবস্থাপনার কাজও সহজ হবে।

৩.৩ কারুশিল্প জরিপ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ‘কারুশিল্প’ ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের উন্নয়নে কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও কারুশিল্পীদের নির্ভরযোগ্য তথ্য ভান্ডার না থাকায়, ফাউন্ডেশন তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতে পারছে না। কারুশিল্পীদের একটি নির্ভরযোগ্য ডেটাবেইজ করার বিষয়ে গত ১১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের রুফটপ রেস্টুরেন্টে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন Stakeholders' Consultation on Scope, Coverage and Methodogy of Folk Art and Crafts Survey-2021 শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে ‘কারুশিল্প জরিপ’ এর বিষয়ে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

৩.৪ গবেষণা ও প্রকাশনা

ফাউন্ডেশনের চলমান গবেষণা কার্যক্রম সম্পূর্ণ করার পাশাপাশি নতুন গবেষণা প্রকল্প হাতে নেয়ার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হবে। তাছাড়া, প্রকাশনার জন্য কারুশিল্প বিষয়ক ও শিক্ষাবিদদের নিকট থেকে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৩.৫ কার্য-সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন

ফাউন্ডেশনের দৈনন্দিন কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য (১) কারুশিল্প সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, নীতিমালা, (২) গবেষণা ও প্রকাশনা নীতিমালা, (৩) বালোকাফা আর্থিক নীতিমালা, (৪) ভাড়া ও ইজারা নীতিমালা, (৫) মেলা ও প্রর্দশনী আয়োজন নীতিমালা'র খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। খসড়াসমূহ অনুমোদনের জন্য পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হবে।

৩.৬ বড় সরদারবাড়ি সজ্জিতকরণ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ঐতিহাসিক ‘বড় সরদারাড়ি’ বিভিন্ন কারুপণ্য দিয়ে সজ্জিতকরণ বিষয়ে গঠিত কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ফাউন্ডেশন কর্তৃক সংগৃহীত প্রাচীন/প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্যমান সম্পন্ন উপকরণ সংগ্রহ করে বড় সরদারবাড়ির সামনের অংশ সজ্জিত করার, ১৫৭৫ খ্রিঃ এর পূর্ববর্তী সময়ে নির্মিত ভবনের মাঝের অংশ প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য বিবেচনায় এবং কক্ষের আয়তন বিবেচনায় কোন নিদর্শন দ্রব্য দিয়ে না সাজিয়ে শুধুমাত্র ভবনটির নির্মাণশৈলী দর্শনার্থীদের প্রদর্শনের জন্য রাখার, এবং ভবনের পেছনের অংশের তিন দিকের বড় কক্ষসমূহে নিদর্শন দ্রব্য তৈরির উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন রেপ্লিকা প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তাবায়নে জনাব চন্দ্র শেখর সাহা, শিল্পী ওয়াকিলুর রহমান এবং জনাব মাসরুর মামুন মিথুন এবং ড. আবু সাইদ এম আহমেদ সমন্বয়ে গঠিত সাব-কমিটি কাজ চলমান রয়েছে।

৩.৭ নতুন প্রকল্প গ্রহণ

‘লোককারুশিল্প বিষয়ক জরিপ, গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং ডিজাইন সেন্টার স্থাপন’ শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে কারুশিল্পীদের প্রশিক্ষণ, কারুপণ্যের ডিজাইন ও মান উন্নয়ন, গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রদর্শনী আয়োজনে গতি সঞ্চায়িত হবে মর্মে আশা করা যায়। তাছাড়া, প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের পানাম নগরীর মধ্যবর্তী স্থানে একটি ‘জীবন্ত কারুগ্রাম’ স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

১.৪.২ ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি

বড় সরদারবাড়ি সোনারগাঁয়ের ঐতিহাসিক স্থাপনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ০৩ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াংওয়ান কর্পোরেশনের মধ্যে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের বড় সরদারবাড়ির রেস্টোরেশন কাজের ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। রেস্টোরেশন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য বড় সরদারবাড়ির প্রকৃত সৌন্দর্য ফিরে আনা। বাড়িটির আয়তন ২৭,৪০০ বর্গফুট এবং মোট কক্ষ ৮৫টি। রেস্টোরেশন প্রকল্পের পরিচালক ছিলেন এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. আবু সাইদ এম. আহমেদ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ০১ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রেস্টোরেশনকৃত বড় সরদারবাড়ির শুভ উদ্বোধন করেন। বড় সরদারবাড়ি পরিদর্শনে দেশি দর্শনার্থীদের জন্যে প্রবেশ ফি একশত টাকা এবং বিদেশি পর্যটকগণের দুইশত টাকা।

১.৪.৩ মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন চত্বরে প্রকৃতিকে খুব নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করার সুযোগ রয়েছে। ফাউন্ডেশনের ১৫৬ বিঘা আয়তনের মনোমুগ্ধকর সবুজ চত্বর এর বিস্তৃত জায়গা জুড়ে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন লেক। লেকের দু'পাশে রয়েছে নানা প্রজাতির ঔষধি ফুল ও ফল গাছের সমারোহ। বৃক্ষরাজির মধ্যে রয়েছে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, গোলাপজাম, হিজল, জারুল, কদম, বকুল, সোনালু, অর্জুন, গর্জন, শিমুল, পলাশ, আমলকি, হরিতকী, বহেড়া, চন্দন, কাঠবাদাম, জাফরান, হৈমন্তী, মহুয়াসহ ইত্যাদি। এ সকল বৃক্ষরাজিতে বসবাসরত শালিক, কোকিল, ঘুঘু, বুলবুলি, টুনটুনি, টিয়া, দোয়েল, শ্যামার মত বৈচিত্র্যময় পাখিদের কল-কাকলিতে মুখরিত থাকে ফাউন্ডেশন চত্বর। লেকের জলে লাল, সাদা ও শাপলা ও শালুক ফুটে এক চিত্তাকর্ষিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। শীতকালে শীতপ্রধান দেশ থেকে অতিথি পাখির সমাগমও ঘটে এই লেকে। প্রায় ৫২ বিঘা আয়তনের দৃষ্টিনন্দন লেকে নৌকায় ভ্রমণ ও বড়শিতে মাছ শিকারের ব্যবস্থা রয়েছে।

১.৪.৪ কারুপণ্য চত্বর

কারুশিল্পীদের তৈরি কারুপণ্য বিকিকিনির জন্য ৪৮টি বিপণন স্টলের সমন্বয়ে রয়েছে 'কারুপণ্য চত্বর'। স্টলগুলো বিভিন্ন ফুল, পাখি, নদী এবং বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকগণের কাব্যগ্রন্থের নামে নামকরণ করা হয়েছে। স্টল গুলোতে কারুশিল্পীদের তৈরি কারুপণ্য যেমন জামদানি, শখের হাঁড়ি, নকশিকাঁথা, কাঠের পুতুল, শীতলপাটি, শোলার কারুপণ্য, মাটির ও কাঠের তৈরি বিভিন্ন তৈজসপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

২. ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

২.১ লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব

এদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি ও লোকজ ঐতিহ্যের নিদর্শনাদি সংগ্রহ সংরক্ষণ প্রদর্শন এবং এ বিষয়ে গবেষণার পাশাপাশি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এর পরিচিত তুলে ধরার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন। এ উদ্দেশ্যে প্রতিবছর ফাউন্ডেশন কর্তৃক লোককারুশিল্প মেলার আয়োজন হয়ে থাকে। গত ০১ মার্চ ২০২১ থেকে মাস ব্যাপি লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কারুশিল্পীরা তাদের তৈরিকৃত লোক কারুশিল্পের পসরা সাজিয়ে বসেন। এ মেলায় ১৭টি জেলার ১২টি মাধ্যমের ৪৯জন কারুশিল্পীকে ২৫টি স্টলে তাদের শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া মেলায় অন্যান্য স্টলের মধ্যে হস্তশিল্প ৪২টি, জামদানি ১২টি, পোশাক ১৪টি কারুপণ্য উদ্যোক্তাস্টল ০৮টি এবং দেশীয় খাবারের স্টল ১৬টি স্থান পায়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এবারের লোককারুশিল্প মেলায় ১০০টি স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়। তাছাড়া মেলার বঙ্গবন্ধুর দুর্লভ আলোকচিত্র নিয়ে বঙ্গবন্ধু কর্নার করা হয়। মেলায় আগত দেশি-বিদেশি দর্শনার্থীদের কারুপণ্য উৎপাদন সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য ফাউন্ডেশনের লাইব্রেরি চত্বরে কারুশিল্পীদের কর্মময় জীবনের আলোকচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। মাসব্যাপী লোকজ উৎসব আয়োজনে প্রতিদিনের অনুষ্ঠানমালায় ছিল জারি-সারি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, মারফতি, পল্লীগীতি, লালনগীতি, বাউলগান, গম্ভীরা, আলকাপ, গাজী কালুর পালা, মহুয়া পালা, চম্পাবতীর পালা এবং হাছন রাজার গানের মতো হাজারো লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্যনাট্য, কবিতা আবৃত্তি, লোকছড়া পাঠের আসর, পুঁথি পাঠের আসর, লোকজ গল্পবলাসহ বর্ণালী অনুষ্ঠানমালা। লোককারুশিল্প মেলায় অংশগ্রহণকারী কর্মরত কারুশিল্পীর তালিকা এবং অনুষ্ঠানমালার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিশিষ্ট- খ ও গ তে দ্রষ্টব্য

২.২ কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ

২.২.১ 'মৃৎশিল্পের সম্ভাবনাময় ঐতিহ্য ও আধুনিকতা' শীর্ষক কমর্শালা

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৫-৬ নভেম্বর ২০২০ পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলায় দু'দিনব্যাপী 'মৃৎশিল্পের সম্ভাবনাময় ঐতিহ্য ও আধুনিকতা' শীর্ষক কমর্শালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৪টি গ্রুপে মোট ২০জন কারুশিল্পী অংশগ্রহণ করেন।

২.২.২ 'শীতল পাটির ডিজাইন বৈচিত্র্য ও এর বহুবিধ ব্যবহার' শীর্ষক কমর্শালা

বাংলাদেশ লোকও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলায় দিনব্যাপী 'শীতল পাটির ডিজাইন বৈচিত্র্য ও এর বহুবিধ ব্যবহার' শীর্ষক কমর্শালা আয়োজন করা হয়। ২৩ জন শীতলপাটি শিল্পী এ কর্মশালার অংশ গ্রহন করে।

২.২.৩ 'কারুশিল্পী উদ্যোক্তা' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

কারুশিল্পী কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য উন্নয়ন ও বিপণনে সহায়তার মাধ্যমে এ শিল্প সংরক্ষণে উদ্যোক্তা শ্রেণি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশ লোকও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক ২০ থেকে ২৪ জুন ২০২১ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে চারদিনব্যাপী কারুশিল্পী উদ্যোক্তা শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ৩৪ জন এ প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন।

২.৩ 'কারুপণ্য উদ্যোক্তা পুরস্কার' ও 'মিডিয়া ফেলোশিপ' প্রবর্তন

কারুশিল্পীগণ কর্তৃক উৎপাদিত কারুপণ্য উন্নয়ন ও বিপণনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী উদ্যোক্তাদের পুরস্কৃত করার মাধ্যমে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। নির্দেশিকাটি অনুমোদনের জন্য পরিচালনা পর্ষদের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা হবে।

অন্যদিকে, স্বাস্থ্যসম্মত, পরিবেশ-বান্ধব ও সুলভ কারুপণ্য সম্পর্কে সাধারণ জনগণ, ক্রেতা, ভোক্তাদের সচেতন করতে এবং এর ব্যবহারে আগ্রহী করে তুলতে নিবন্ধ বা ডুকুমেন্টারী তৈরিতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত তরুণ সাংবাদিকদের উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে 'মিডিয়া ফেলোশিপ' প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২.৪ কারুশিল্পী পদক প্রদান

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে নতুন প্রজন্মের কাছে দেশীয় ঐতিহ্য ও আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কারুশিল্পীদের উৎসাহিত করতে ২০১০ সাল থেকে ফাউন্ডেশন 'কারুশিল্পী পদক' প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে পদকপ্রাপ্ত কারুশিল্পীদের প্রত্যেককে এক ভরি

ওজনের একটি স্বর্ণপদক, নগদ ত্রিশ হাজার টাকা ও সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত বিভিন্ন মাধ্যমে মোট ১৬জন কারুশিল্পীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩টি মাধ্যমের কারুশিল্পীদের পদক প্রদান করা হয়েছে যথা; (১) মৃৎশিল্প- (পটারি) (২) বয়নশিল্প- (খাদি কাপড়) (৩) নকঁশিপিঠা। পদক প্রাপ্ত লোক ও কারুশিল্পীগণের তালিকা পরিশিষ্ট- ঘ তে দ্রষ্টব্য।

২.৫ গবেষণা ও প্রকাশনা

২০২০-২১ অর্থবছরে ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির আওতায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ রওশন জাহিদ 'রাজশাহী অঞ্চলের লোক ও কারুপণ্যের ডিজাইন বৈচিত্র্য' বিষয়ে; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফারজানা আহমেদ 'জয়নুল আবেদিনের লোক ও কারুশিল্প ভাবনা এবং বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন'; এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ডিজাইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক দীপ্তি রানী দত্ত 'ফাউন্ডেশনের সংগ্রহে থাকা দারুশিল্পের ডিজাইন বৈচিত্র্যের সার্বিক পর্যালোচনা' বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। অন্যদিকে, 'বাংলাদেশের পুতুল' শীর্ষক গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ ও 'লোক ও কারুশিল্প পত্রিকা'র দুইটি সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে।

২.৬ কারুপণ্য সংগ্রহ

পুতুল বাঙ্গালির অন্যতম প্রাচীন ঘরোয়া শিল্পকর্ম। সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাংলার জনসমাজকে পুতুলের মাধ্যমে চিহ্নিত করার এক প্রবণতা চলে আসছে। তাই সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাংলার ঘরে ঘরে পুতুল তৈরি করা হয়ে থাকে। মায়েরা মেয়েদের খেলার জন্য কাপড়ের, মাটির পুতুল বানিয়ে দেন। এলাকা ভেদে পুতুলের গড়নে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। আবার ঐতিহাসিক বিষয় ছাড়াও বাংলার লৌকিক ধর্মের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ৫৭টি পোড়ামাটির পুতুল জাদুঘরে নিদর্শন হিসেবে সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত মাটির পুতুল ও খেলনার তালিকা পরিশিষ্ট- ঙ তে দষ্টব্য।

২.৭ সংগৃহীত কারুপণ্যের ডকুমেন্টেশন

সংগৃহীত নিদর্শনের মধ্যে মৃৎশিল্পের ১৭৪৫টি নিদর্শনের ক্যাটালগ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে একই সাথে এবং তামা-কাঁসা-পিতলের নিদর্শনের ক্যাটালগ তৈরির কাজ চলমান।

২.৮ জাদুঘরের গ্যালারি সজ্জিতকরণ

জাদুঘর গ্যালারির এক্সেশন কার্ডসমূহ নতুনভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। জাদুঘর ভবনের প্রধান ফটকের স্যুভিনির শপ কারুপণ্য চত্বরে স্থানান্তর করে সেই স্থানটিতে ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের দুর্লভ আলোকচিত্র এবং তাঁর পুত্র ময়নুল আবেদিন এর নিকট থেকে প্রাপ্ত শিল্পচার্যের ব্যবহৃত সামগ্রী দিয়ে 'জয়নুল কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে।

২.৯ কারুশিল্পী অনুদান

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ফাউন্ডেশন মহামারীর কোভিড-১৯ এর কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্থ ৫৭ জন অসচ্ছল কারুশিল্পীর প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

২.১০ দর্শনার্থী কর্তৃক জাদুঘর পরিদর্শন

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩,১৪,০০৭ জন দর্শনার্থী জাদুঘর পরিদর্শন করেন। তন্মধ্যে ১৮,৬৭৮ জন দর্শনার্থী বড় সরদারবাড়ি পরিদর্শন করেন। বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ১০৮ জন।

২.১১ পুস্তক ও ডকুমেন্ট সংগ্রহ

ফাউন্ডেশনের লাইব্রেরির জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক এবং ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত পুস্তক ও ডকুমেন্টের তালিকা পরিশিষ্ট-চ তে দ্রষ্টব্য।

২.১২ প্রশাসনিক কার্যক্রম

- ফাউন্ডেশনের কারুপণ্য চত্বরের স্টলগ্রহীতাগণের সুবিধার জন্য মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (বিকাশ) এর মাধ্যমে ভাড়া প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এর ফলে স্টলগ্রহীতাদের সময় ও যাতায়াত খরচ (TCV) সাশ্রয় হবে। পেমেন্ট সম্পন্ন করার পরবর্তী কার্যদিবসে উক্ত অর্থ ইএফটি এর মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছে।
- ডিজিটাল সেবার উদ্যোগ হিসেবে ফাউন্ডেশনের ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফি ডকুমেন্টেশন ক্লাউড সার্ভিসে স্থায়ী সংরক্ষণ ও সহজে সংগ্রহের সুবিধার্থে 'ফটোগ্রাফির অনলাইন অ্যাকসেসেবল ডেটাবেজ' তৈরি করা হয়েছে। সেবাটি চালু করার ফলে প্রতিষ্ঠানের ছবি/ভিডিও নষ্ট কিংবা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছে এবং যেকোন স্থান থেকে অনলাইনে সংরক্ষিত ছবি/ভিডিও সংগ্রহ সম্ভব হচ্ছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ফাউন্ডেশন আয়োজিত দুইটি (১২১ ও ১২২তম) বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাসমূহে (১) বাংলাদেশের দুষ্প্রাপ্য/বিলুপ্তপ্রায় কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ অব্যাহত রাখা; (২) লোককারুপণ্য বিপণনের জন্য পর্যটন কর্পোরেশনের বিপণন কেন্দ্রে কারুপণ্য সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; (৩) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীনস্থ পানাম নগর ও ফাউন্ডেশনের মধ্যবর্তী জমি অধিগ্রহণ পূর্বক সংযোগ স্থাপন সহ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ১০টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ফাউন্ডেশনের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম জোরদারের অংশ হিসেবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, কর্ম-পরিকল্পনা এবং বার্ষিক প্রকিউরমেন্ট পরিকল্পনা, শুদ্ধাচার পরিকল্পনার আলোকে প্রত্যেকের করণীয় নির্দিষ্ট করে কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হয় এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ফাউন্ডেশনের ডিসপ্লে অফিসার জনাব একেএম আজাদ সরকার এবং প্রধান অফিস সহকারী কাম-হিসাব রক্ষক জনাব মোঃ আব্দুর রহিমকে শুদ্ধাচার পুরস্কার হিসেবে এক মাসের মূলবেতন ও একটি সনদ প্রদান করা হয়।
- ফাউন্ডেশনের উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মোছাব্বের হোসেন, গাইড লেকচারার জনাব একেএম মুজ্জাম্মিল হক, গাইড লেকচারার জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান এবং উচ্চমান সহকারী জনাব মোঃ মিজানুর রহমানকে উদ্ভাবনী পুরস্কার হিসেবে একটি করে প্রশংসা পত্র প্রদান করা হয়।
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ফাউন্ডেশনে হিসাব সহকারী পদে জনাব মোঃ রেজাউল করিম এবং অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে জনাব মোঃ নাসির হোসেন নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন। অন্যদিকে, ফাউন্ডেশনের ইলেকট্রিশিয়ান জনাব মোঃ সাইদুর রহমান অবসর গ্রহণ করেছেন ।
- ফাউন্ডেশনের পুরাতন অকেজো মালামাল টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিলাম করা হয়। নিলামকৃত মালামালের তালিকা যথাক্রমে পরিশিষ্ট-ছ তে দ্রষ্টব্য।
- ফাউন্ডেশনের 'ছায়ানীড়' স্টাফকোয়ার্টার সংস্কার করা হয়েছে এবং দর্শনার্থীদের জন্য নির্দিষ্টকৃত ওয়াশরুমগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'ভূমিজ' নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- সিসি ক্যামেরা দ্বারা পুরো ফাউন্ডেশন পর্যবেক্ষণের এবং হ্যালোজিন লাইট দ্বারা ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসকে আলোকিত করার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং সৃজনশীলতা বৃদ্ধির নিমিত্ত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

২.১৩ বাজেট ও প্রকৃত আয়-ব্যয়

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ফাউন্ডেশনের বাজেট ছিল ছয় কোটি আটচল্লিশ লক্ষ টাকা। ফাউন্ডেশনের নিজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা তিন কোটি টাকার বিপরীতে প্রকৃত আয় হয় দুই কোটি আটত্রিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার তিনশত আশি টাকা তের পয়সা। উক্ত অর্থবছরে সর্বমোট ব্যয় হয় ছয় কোটি ত্রিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার একশত সাতানব্বই টাকা ঊনষাট পয়সা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব আয় লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব পরিশিষ্ট-জ তে দ্রষ্টব্য।

৩. ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা

৩.১ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন

বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের বিকাশে একটি দীর্ঘমেয়াদী বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন। সকল অংশীদারদের সাথে আলোচনাক্রমে জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা দলিল যেমন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০৪১ এবং Sustainable Development Goals এর আলোকে দশ বছর মেয়াদী একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের রূপকল্প অভিলক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে প্রণিতব্য উক্ত কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে বছর-ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

৩.২ Library Management System চালুকরণ

ফাউন্ডেশনের লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ডকুমেন্ট সহজে ব্যবস্থাপনার জন্য 'লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের সাহায্যে একজন পাঠক সহজেই অনলাইনে বই অনুসন্ধান, ডাউনলোড, প্রিন্ট এবং পড়তে পারবেন। তাছাড়া, এর সাহায্যে লাইব্রেরিয়ানের বই ব্যবস্থাপনার কাজও সহজ হবে।

৩.৩ কারুশিল্প জরিপ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন 'কারুশিল্প' ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের উন্নয়নে কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও কারুশিল্পীদের নির্ভরযোগ্য তথ্য ভান্ডার না থাকায়, ফাউন্ডেশন তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতে পারছে না। কারুশিল্পীদের একটি নির্ভরযোগ্য ডেটাবেইজ করার বিষয়ে গত ১১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের রুফটপ রেস্টুরেন্টে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন Stakeholders' Consultation on Scope, Coverage and Methodogy of Folk Art and Crafts Survey-2021 শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে 'কারুশিল্প জরিপ' এর বিষয়ে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

৩.৪ গবেষণা ও প্রকাশনা

ফাউন্ডেশনের চলমান গবেষণা কার্যক্রম সম্পূর্ণ করার পাশাপাশি নতুন গবেষণা প্রকল্প হাতে নেয়ার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হবে। তাছাড়া, প্রকাশনার জন্য কারুশিল্প বিষয়ক ও শিক্ষাবিদদের নিকট থেকে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৩.৫ কার্য-সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন

ফাউন্ডেশনের দৈনন্দিন কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য (১) কারুশিল্প সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, নীতিমালা, (২) গবেষণা ও প্রকাশনা নীতিমালা, (৩) বালোকাফা আর্থিক নীতিমালা, (৪) ভাড়া ও ইজারা নীতিমালা, (৫) মেলা ও প্রর্দশনী আয়োজন নীতিমালা'র খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। খসড়াসমূহ অনুমোদনের জন্য পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হবে।

৩.৬ বড় সরদারবাড়ি সজ্জিতকরণ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ঐতিহাসিক 'বড় সরদারাড়ি' বিভিন্ন কারুপণ্য দিয়ে সজ্জিতকরণ বিষয়ে গঠিত কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ফাউন্ডেশন কর্তৃক সংগৃহীত প্রাচীন/প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্যমান সম্পন্ন উপকরণ সংগ্রহ করে বড় সরদারবাড়ির সামনের অংশ সজ্জিত করার, ১৫৭৫ খ্রি: এর পূর্ববর্তী সময়ে নির্মিত ভবনের মাঝের অংশ প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য বিবেচনায় এবং কক্ষের আয়তন বিবেচনায় কোন নিদর্শন দ্রব্য দিয়ে না সাজিয়ে শুধুমাত্র ভবনটির নির্মাণশৈলী দর্শনার্থীদের প্রদর্শনের জন্য রাখার, এবং ভবনের পেছনের অংশের তিন দিকের বড় কক্ষসমূহে নিদর্শন দ্রব্য তৈরির উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন রেপ্লিকা প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তাবায়নে জনাব চন্দ্র শেখর সাহা, শিল্পী ওয়াকিলুর রহমান এবং জনাব মাসরূর মামুন মিথুন এবং ড. আবু সাইদ এম আহমেদ সমন্বয়ে গঠিত সাব-কমিটি কাজ চলমান রয়েছে।

৩.৭ নতুন প্রকল্প গ্রহণ

'লোককারুশিল্প বিষয়ক জরিপ, গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং ডিজাইন সেন্টার স্থাপন' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে কারুশিল্পীদের প্রশিক্ষণ, কারুপণ্যের ডিজাইন ও মান উন্নয়ন, গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রদর্শনী আয়োজনে গতি সঞ্চায়িত হবে মর্মে আশা করা যায়। তাছাড়া, প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের পানাম নগরীর মধ্যবর্তী স্থানে একটি 'জীবন্ত কারুগ্রাম' স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

পরিশিষ্ট-ক

ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড

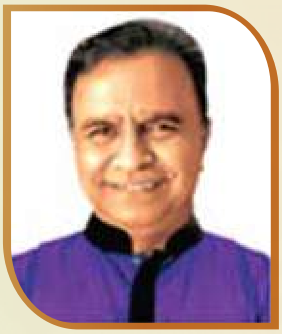

জনাব কে এম খালিদ এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ও চেয়ারম্যান, পরিচালনা বোর্ড
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

বেগম সাগুফতা ইয়াসমিন
মাননীয় সংসদ-সদস্য
১৭২ মুন্সিগঞ্জ ০২

জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা
মাননীয় জাতীয় সংসদ-সদস্য
নারায়ণগঞ্জ ০৩

জনাব অসীম কুমার উকিল
মাননীয় জাতীয় সংসদ-সদস্য
নেত্রকোণা ০৩

জনাব মো: আবুল মনসুর
সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাক

জনাব খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান
এনডিসি,মহাপরিচালক
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
শাহবাগ, ঢাকা।

জনাব মো: মোস্তাক হাসান এনডিসি
চেয়ারম্যান
বিসিক, মতিঝিল, ঢাকা

জনাব মো: হান্নান মিয়া
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন
৮৩-৮৮ মহাখালি, ঢাকা

জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমি
রমনা, ঢাকা

অধ্যাপক নিসার হোসেন
ডিন
চারুকলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ড. মুহম্মদ আবু ইউছুফ
যুগ্মসচিব
অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

জনাব মোস্তাইন বিল্লাহ
জেলা প্রশাসক
নারায়ণগঞ্জ

শিল্পী হাশেম খান
বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং
লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী
উত্তরা, ঢাকা

আ.স.ম হাসান আল আমিন
উপসচিব
অধি-শাখা ০৩
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

জনাব চন্দ্র শেখর সাহা
বিশিষ্ট লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী ও গবেষক
মোহাম্মদপুর, ঢাকা

জনাব মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল
সভাপতি, বিএফইউজে এবং
লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী

ড. আহমেদ উল্লাহ
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

পরিশিষ্ট-খ

লোককারুশিল্প মেলা ২০২১ এ অংশগ্রহণকারী কর্মরত কারুশিল্পীর তালিকা

ক্র:নং	শিল্পীর নাম	শ্রেণী	জেলা	ক্র:নং	শিল্পীর নাম	শ্রেণী	জেলা
০১	সুশান্ত কুমার পাল সঞ্জয় কুমার পাল	মৃৎশিল্প (শখের হাঁড়ি)	রাজশাহী	১৪	হোসেনে আরা বেগম আসমা আক্তার	নকশিকাঁথা শিল্প	নারায়ণগঞ্জ
০২	রতন কুমার পাল সুধন্য চন্দ্র দাস	চিত্রশিল্প সরাচিত্রশিল্প	রাজশাহী নারায়ণগঞ্জ	১৫	মোঃ রমজান আলী মোছাঃ শিল্পী বেগম	শতরঞ্জি শিল্প	রংপুর
০৩	সুনীল চন্দ্র পাল আরতী রানী পাল	মৃৎশিল্প- পোড়ামাটির টেপাপুতুল)	কিশোরগঞ্জ	১৬	মোছাঃ আমেনা বেগম বিউটি বেগম	শতরঞ্জি শিল্প	রংপুর
০৪	সুবোধ কুমার পাল খোকন পাল	মুখোশ শিল্প মৃৎশিল্প	রাজশাহী বরিশাল	১৭	সবিতা রানী মুদী অজিত কুমার দাশ	শীতলপাটি শিল্প	মুন্সিগঞ্জ মৌলভীবাজার
০৫	পরেশ চন্দ্র দাস রাজকুমার দাস	বাঁশ ও বেতশিল্প	নারায়ণগঞ্জ	১৮	গিতেশ চন্দ্র দাস হরেন্দ্র কুমার দাশ	শীতলপাটি শিল্প	মৌলভীবাজার
০৬	গলিবলা অবিনাশ রায়	বাঁশ ও বেতশিল্প	ঠাকুরগাঁও	১৯	মোঃ কাইফু মোর্শেদা আক্তার	মনিপুরী তাঁতশিল্প	রংপুর
০৭	মনোয়ারা বেগম বাপ্পারাজ উদ্দিন	তালপাতার হাত পাখাশিল্প	চট্টগ্রাম	২০	মোঃ নুরু মিয়া মোঃ ফিরোজ ইসলাম	বাঁশের বাঁশিশিল্প টমটম খেলনা	কুমিল্লা
০৮	শংকর মালাকার নিখিল চন্দ্র মালাকার	শোলাশিল্প	মাগুরা	২১	রেহানা বেগম মেহেরুন বিবি	মনিপুরী তাঁতশিল্প	সিলেট
০৯	বীরেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর দ্বিপালী রানী সূত্রধর	কাঠের হাতিঘোড়া কারুশিল্প	নারায়ণগঞ্জ	২২	দ্বীপন বিশ্বাস সুকান্ত চন্দ্র দাস	লৌহজাতশিল্প	নারায়ণগঞ্জ
১০	আউয়াল মোল্লা রফিকুল ইসলাম	কাঠখোদাই কারুশিল্প	নারায়ণগঞ্জ	২৩	মানিক সরকার মাইন উদ্দিন	তামাকাঁসা- পিতল	কুমিল্লা
১১	বাবু মগ উসাগ্য মগ	ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠীয় বাঁশ ও বেতশিল্প	বান্দরবান	২৪	নমিতা চক্রবর্তী বাসন্তী সূত্রধর	চিত্রশিল্প কাপড়ের নকশি পাখাশিল্প	ঠাকুরগাঁও নারায়ণগঞ্জ
১২	মোঃ জামাল হোসেন মহসিন	জামদানি শিল্প	নারায়ণগঞ্জ	২৫	মোঃ শাজাহান মিয়া মোঃ হৃদয় মিয়া	বাঁশ ও বেতশিল্প	টাঙ্গাইল
১৩	গোপেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী	শোলাশিল্প	ঝিনাইদহ				

পরিশিষ্ট-গ

লোককারুশিল্প মেলা ২০২১

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান: ০১ মার্চ মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২১ এর শুভ উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কেএম খালিদ এমপি, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক ড.আহমেদ উল্লাহ। অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা, মাননীয় সংসদ সদস্য, নারায়ণগঞ্জ-০৩। মাসব্যাপী মেলার বিভিন্ন আর্কষণসমূহ নিম্নরূপ:

জীবন্ত প্রদর্শনী: জীবন্ত প্রদর্শনীর জন্য শিক্ষার্থীরা বিষয়ভিত্তিক সাজসজ্জা করে গ্রাম্য শালিস, কনে দেখা, গাঁয়ে হলুদ, কাজীর বিয়েপরানো, পালকিতে বরযাত্রা, পৌষপার্বণ, নবান্ন উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলো লাইব্রেরি ভবনের সম্মুখভাগে অভিনয়ের মাধ্যমে প্রদর্শন করে থাকে। এতেকরে আগত দর্শনার্থীরা গ্রামবাংলার হারিয়ে যাওয়া পার্বণগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা পায় ।

গাজীর পট: গাজীর পট বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে, বিশেষত বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, যশোর, খুলনা, রাজশাহী প্রভৃতি অঞ্চলে বিনোদনের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম ছিল। গাজীর পটের কুশীলবরা জুড়ি, ঢোল, চটি প্রভৃতি বাজিয়ে গান গেয়ে পট প্রদর্শন করেন। অঙ্কিত চিত্রসমূহ একটি লাঠির সাহায্যে নির্দেশ করে তা সুর-তাল ও করতালের সাহায্যে বর্ণনা করেন। গ্রামবাংলার এই নিষ্ঠাবান শিল্পীরা তাঁদের শিল্পশৈলী নিয়ে নগরজীবনে প্রবেশ করে স্বাধীনতা-পট, সাহেব-পট, বাবুদের ব্যঙ্গ-পট, পরিবার পরিকল্পনা পটও তাঁরা নির্মাণ করেছেন। পশ্চিমাধারায় শিক্ষিতজনেরা পটশিল্পীদের মূল্যায়ন করতে পারেননি বলে কালক্রমে গ্রামবাংলার এই শিল্পটি আজ বিলুপ্তপ্রায়। নিজেদের কাজ ও জীবনাচরণে পটুয়ারা ধর্মনিরপেক্ষ থাকলেও সমাজের চোখে ছিলেন অপাঙক্তেয়- শ্রেণির।

পুঁথিপাঠ: প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রায় সকল সাহিত্যই হাতে লিখতে হতো। তাই প্রাচীন ও মধ্যযুগের সকল সাহিত্যকেই পুঁথিসাহিত্য বলা হয়। তখন ছাপাখানা ছিল না। বাংলাদেশের লোকঐতিহ্যের গর্ব করে বলার মত যদি কিছু থাকে তাহলো পুঁথিপাঠ/পুঁথিসাহিত্য। একসময় গ্রামের মানুষের বিনোদন ও শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম ছিলো পুঁথিপাঠ। সন্ধ্যায় বাড়ির উঠানে জড়োহয়ে সবাই পুঁথিপাঠ শুনত। তাই ফাউন্ডেশন প্রতিবছর নতুনের মাঝে পুরাতনের পরিচয় করে দেবার জন্য লোককারুশিল্প মেলায় এ আয়োজন করে থাকে। এবারের মেলায় পুঁথিপাঠে অংশগ্রহণ করেছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি থেকে আগত একটি দল।

বায়স্কোপ: চারকোনা টিনের বাক্সের সামনে ও দুই পাশে চোঙার মতো গোলাকৃতি ৪/৬টি মুখে উত্তাল লেন্স লাগানো থাকে। বাক্সের ভিতর দুটি কাঠিতে কাপড়ে পেঁচানো ৩৫/৪০টি ছবি জোড়াদিয়ে লাগানো থাকে। কাঠির ওপরের মাথায় বাক্সের বাইরে লাগানো হ্যান্ডেল ঘোরালে ছবিসহ কাপড়টা একপাশ থেকে অন্য পাশে পেঁচাতে থাকে। তখন চোঙায় চোখ লাগিয়ে লেন্সের সুবাদে ছবিগুলো বড়, স্পষ্ট এবং বেশ কাছে দেখা যায় । মাথায় গামছা হাতে খনজরি (করতাল জাতীয় বাদ্য যন্ত্র) নিয়ে অদ্ভুত পোশাক পরিহিত লোকটা ছবির সঙ্গে সঙ্গে করতাল বাজিয়ে সুরে সুরে ছবির ধারাবর্ণনা করতে থাকে।

পালাগান: কোনো একটি লোক কাহিনিকে অবলম্বন করে কীর্তনের ঢঙে যে গান পরিবেশিত হয়, তা-ই পালাগান। মঙ্গলকাব্যে দিনে পরিবেশিত কাহিনি দিবাপালা এবং রাতে পরিবেশিত কাহিনি নিশাপালা নামে অভিহিত। মূল গায়েন বা বয়াতি থাকেন একজন। তিনিই দোহারদের সহযোগিতায় গান পরিবেশন করেন। এক্ষেত্রে প্রধান গায়েনই বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন। পালাগানের উৎসভূমি ময়মনসিংহ। উল্লেখযোগ্য রচয়িতার মধ্যে আছেন-মনসুর বয়াতি, ফকির ফয়জুল্লাহ, দ্বিজ কানাই, চন্দ্রাবতী (মহিলা), দ্বিজ ঈশান, সুলাগাইন (মহিলা)। প্রতিবছর আমাদের লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের লোকজ মঞ্চে এ গান পরিবেশন করা হয়ে থাকে।

লোকগান: আবহমান বাংলার হাজার বছরের কৃষ্টি ও ঐতিহ্য প্রকাশের চিরায়ত স্মারক লোকসঙ্গীতের নিরন্তর আবেদনের মূলে রয়েছে মাটি, নদী, নারী, ফসলের ক্ষেত, সবুজ প্রান্তর। লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের প্রতিদিন বৈকালিক ও সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ লোকসঙ্গীতের ভান্ডার থেকে জারি-সারি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, মারফতি, পল্লীগীতি, লালনগীতি, শাহ আব্দুল করিম, বাউল, গম্ভীরা, আলকাপ, এবং হাছন রাজার গান, সেমিনার, পুঁথি পাঠের আসর, লোকজ গল্প বলাসহ বর্ণালী অনুষ্ঠানমালা লোকজমঞ্চে পরিবেশিত হয়।

সমাপনী অনুষ্ঠানমালা: মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২০ এর সমাপনী দিনে কর্মরত কারুশিল্পীদের সম্মানী, সম্মাননা সনদ এবং ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। কোভিড-১৯ এর কারণে লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠান জাঁকজমকভাবে উদযাপন করা সম্ভব হয়নি।

পরিশিষ্ট-ঘ

পদকপ্রাপ্ত লোককার শিল্পীদের তালিকা

	পদকপ্রাপ্ত কারুশিল্পী, জেলা	কারুপণ্য
২০১০	শ্রী সুশান্ত কুমার পাল, রাজশাহী	শখেরহাঁড়ি
	মিসেস হোসেনে আরা বেগম, সোনারগাঁও	নকশিকাঁথা
	শ্রী আশুতোষ চন্দ্র সূত্রধর, সোনারগাঁও	কাঠের চিত্রিত হাতি ঘোড়া পুতুল
২০১৫	জনাব মো. রমজান আলী, রংপুর	শতরঞ্জি
	জনাব মো. শাহাজাহান মিয়া, টাঙ্গাইল	বাশঁ-বেত
২০১৬	শ্রী মতিস বিতারানী মোদী, মুন্সিগঞ্জ	শীতলপাটি
	শ্রী সুধন্য চন্দ্র দাস, নারায়ণগঞ্জ	সরাচিত্র
	মো. মানিক সরকার, কুমিল্লা	তামা-কাঁসা-পিতল
	মিসেস সুফিয়া আক্তার, ঢাকা	পাটেরশিকা
২০১৭	শ্রী শংকর মালাকার, মাগুরা	শোলাশিল্প
	জনাব শাহ আলম মিয়া, নারায়ণগঞ্জ	জামদানি
	শ্রী বিশ্বনাথ পাল, নওগাঁ	টেপাপুতুল
২০১৮	শ্রী মতি সুচিত্রা রানী (মরোণত্তর), সোনারগাঁও	নকশি হাতপাখা
	শ্রী সুবোধ কুমার পাল, রাজশাহী	কাগজের মুখোশশিল্প
	থুইচাং ম্রা খেয়াং, বান্দরবান	বয়নশিল্প
	জনাব আবুল কালাম (মরোণত্তর), চট্টগ্রাম	তালপাতা হাতপাখা
২০২১	শ্রী চিন্তহরন দেবনাথ, কুমিল্লা	বয়নশিল্প (খাদি কাপড়)
	বিশ্বেশ্বর পাল, পটুয়াখালী	মৃৎশিল্প (পটারি)
	শামসুন্নাহার, কিশোরগঞ্জ	নকশিপিঠা

পরিশিষ্ট-ঙ

সংগৃহীত পোড়ামাটির পুতুলের তালিকা

কারুশিল্পীর নাম	কারুশিল্পীর অঞ্চল	নিদর্শনের নাম	সংখ্যা
বিলাসী রানী পাল	টাঙ্গাইল	পোড়ামাটির পুতুল	
ধীরেন পাল	টাঙ্গাইল		০২টি
শ্রীমতি গীতা পাল	ঠাকুরগাঁও		০২টি
শ্রী মংলু পাল	ঠাকুরগাঁও		০৩টি
শ্রী সুবাস চন্দ্র পাল	ঠাকুরগাঁও		০৪টি
নলদেব চন্দ্র রায়	ঠাকুরগাঁও		০২টি
মিনিবালা পাল	ঠাকুরগাঁও		০১টি
বরতু পাল	ঠাকুরগাঁও		০৩টি
শ্রী হিমত কুমার পাল	ঠাকুরগাঁও		০১টি
দিলীপ সরকার	ঢাকা		০৩টি
শ্রী অনিল পাল	নারায়ণগঞ্জ		০১টি
অমর চান দাস	নরসিংদী		০১টি
শ্রী আশুতোষ চন্দ্র পাল	নীলফামারী		০১টি
আরতী রানী পাল	নেত্রকোণা		০২টি
শিল্পী রানী পাল	নেত্রকোণা		০৩টি
অঞ্জনা রানী পাল	নেত্রকোণা		০৩টি
সবিতা রানী পাল	নোয়াখালী		০২টি
অরবিন্দু কুমার পাল	নড়াইল		০৩টি
কালিদাস পাল	নড়াইল		০১টি
কল্পনা রানী পাল	নাটোর		০২টি
রীতা রানী পাল	নাটোর		০৩টি
কল্পনা রানী মহন্ত	নওগাঁ		০৫টি
চায়না রানী সাহা	নওগাঁ		০৭টি
		সংগৃহীত নিদর্শন সংখ্যা	৫৭ টি

পরিশিষ্ট-চ

২০২১ সালে লাইব্রেরির জন্য সংগৃহীত বইয়ের তালিকা

ক্র:নং	বইয়ের নাম ও জেলা	প্রকাশক/লেখকের নাম	ক্র:নং	বইয়ের নাম ও জেলা	প্রকাশক/লেখকের নাম
০১	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া		৫৩	হারামনি	
০২	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা,মানিকগঞ্জ		৫৪	হারামনি	
০৩	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, গাজীপুর		৫৫	হারামনি	
০৪	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, রংপুর		৫৬	হারামনি	১ম খন্ড হতে
০৫	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, মুন্সিগগঞ্জ		৫৭	হারামনি	
০৬	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, মৌলভীবাজার		৫৮	হারামনি	দ্বাদশ খন্ড
০৭	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, সিরাজগঞ্জ		৫৯	হারামনি	
০৮	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, হবিগঞ্জ		৬০	হারামনি	
০৯	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, ঝালকাঠি		৬১		
১০	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, গাইবান্দা		৬২	Can and Bamboo Crafts	
১১	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, পঞ্চগড়		৬৩	বাংলাদেশের মেলা	বিসিক
১২	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, ঠাকুরগাঁও		৬৪	ঐতিহ্যের পিঠা	বাংলা একাডেমি
১৩	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, নীলফামারী	বাংলা একাডেমি	৬৫	The Folk Harritage museum	
১৪	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, লালমনির হাট		৬৬	Setouchi Catalogue Bangladesh Crafts	
১৫	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, পটুয়াখালী		৬৭	বাংলাদেশের সিনেমার ব্যানার পেইন্টিং	
১৬	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, নোয়াখালী		৬৮	বাংলাদেশের লোকশিল্পের রূপরেখা	শাওন আকন্দ
১৭	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, সিলেট		৬৯	জামদানী নকশা	
১৮	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, সুনামগঞ্জ		৭০	বাংলাদেশের মেলা	
১৯	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, ফরিদপুর		৭১	Folk in the Urban Context	
২০	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, গোপালগঞ্জ		৭২	Art and Crafts	
২১	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, খুলনা		৭৩	Living tradition	
২২	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, বাগেরহাট		৭৪	Folklore	
২৩	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, নড়াইল		৭৫	Poor EconomicÕs	
২৪	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, ঝিনাইদহ		৭৬	ট্রেডিশনাল মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট	
২৫	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, চুয়াডাঙ্গা		৭৭	বাংলাদেশের দারুশিল্প	
২৬	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, বরগুনা		৭৮	জয়নুল আবেদিন	
২৭	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, ভোলা		৭৯	জয়নুল গল্প	
২৮	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, চাঁদপুর		৮০	লোকচিত্রের রূপ-বৈচিত্র্য	এম.এ. কাইয়ুম
২৯	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, নওগাঁ		৮১	আদি শিল্প: চিরন্তন সংস্কৃত	এম.এ. কাইয়ুম
৩০	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, মাগুরা		৮২	কুমিল্লার লোক সংস্কৃতি, কুমিল্লা	নূর মোহাম্মদ রাজু
৩১	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, কক্সবাজার		৮৩	ইতিহাস ঐতিহ্যে বিক্রমপুর, বিক্রমপুর	গোলাম আশরাফ খান উজ্জ্বল
৩২	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, খাগড়াছড়ি		৮৪	বাংলার মুখ	ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী
৩৩	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, বান্দরবান		৮৫	The Face of Bangladesh	Dr. Asraf
৩৪	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, জামালপুর		৮৬	সোনারগাঁর ইতিহাস	শেখ মাসুম কামাল
৩৫	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, কুমিল্লা		৮৭	তাঁত ও জাহাজ শিল্পে বাঙালি	ড. আর এম দেবনাথ
৩৬	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, কুড়িগ্রাম		৮৮	বাংলাদেশের উৎসব	মওদুদ আহমেদ মানিক
৩৭	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, কিশোরগঞ্জ		৮৯	বাংলাদেশের মৃৎশিল্প পরিচিতি	ফয়জুল আলম পাপ্প)
৩৮	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, নরসিংদী		৯০	নন্দনতত্ত্বের গোড়ার কথা	বুলবন ওসমান
৩৯	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, পাবনা		৯১	জাদুঘর ও অবস্তুগত উত্তরাধিকার	শামসুজ্জামান খান

ক্র:নং	বইয়ের নাম ও জেলা	প্রকাশক/লেখকের নাম	ক্র:নং	বইয়ের নাম ও জেলা	প্রকাশক/লেখকের নাম
৪০	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, লক্ষ্মীপুর		৯২	জয়নুল গল্প	হাশেম খান
৪১	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, মেহেরপুর		৯৩	লোকসংস্কৃতি: পরিবর্তেনের আলোকধারা	সৌমিত্র শেখর
৪২	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, সাতক্ষীরা		৯৪	তুলনামূলক ফোকলোর	রওশন জাহিদ
৪৩	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, যশোর		৯৫	বিশ্বের মৃৎশিল্প	ড. মো. রফিকুল আলম
৪৪	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, ফেনী		৯৬	লোক-উৎসব: নবান্ন	সৌমিত্র শেখর
৪৫	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ		৯৭	কবিগান ও কবিয়াল)	রণজিৎ চট্টোপাধ্যায়
৪৬	জামদানী বিশ্ব নন্দিতি ঐতিহ্য	মালেকা খান	৯৮	বাংলাদেশের যাত্রাগানের চালচিত্র	তপন বাগচী
৪৭	নকশিকাঁথা বাংলাদেশের নন্দিত শিল্পের স্মারক	মালেকা খান	৯৯	চারু ও কারুপাঠ, ৬ষ্ঠ শ্রেণী	
৪৮	বছরের আলোচিত নারী তাসমিমা হোসেন		১০০	চারু ও কারুপাঠ, ৭ম শ্রেণী	
৪৯	হারামনি	১ম খন্ড হতে দ্বাদশ খন্ড	১০১	চারু ও কারুপাঠ, ৮ম শ্রেণী	
৫০	হারামনি		১০২	চারু ও কারুপাঠ, ৯ম শ্রেণী	
৫১	হারামনি				
৫২	হারামনি				

পরিশিষ্ট-ছ

নিলামকৃত অকেজো মালামালের তালিকা

ক্র: নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	ক্র: নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ
১	এয়ার কন্ডিশনার	১টি	৪৪	মটর	২টি
২	মনিটর	৮টি	৪৫	ইজি চেয়ার	২টি
৩	স্ক্যানার	১টি	৪৬	বেতের চেয়ার	১টি
৪	ইউ পি এস	৮টি	৪৭	রাউন্ড চেয়ার	২টি
৫	পি সি	৬টি	৪৮	সিসি ক্যামরার যন্ত্রাংশ	২০টি
৬	কম্পিউটারের কুলিং ফ্যান	৩টি	৪৯	ডিভি আর	১টি
৭	কনভার্টার	১টি	৫০	কি বোর্ড	৩টি
৮	এ্যাডজাস্টফ্যান	১টি	৫১	গ্যাসের চুলা	১টি
৯	নেটওয়ার্ক সূইচ সিসি ক্যামেরার	১টি	৫২	মাউথ স্পিকার	১৩টি
১০	মাদার বোর্ড	৩টি	৫৩	ওয়ারলেস সেট	২টি
১১	টিন ৬’	১৫টি	৫৪	ক্যালকুলেটর	৮টি
১২	টিন ৯’	৩০টি	৫৫	দেয়াল ঘড়ি	২টি
১৩	ডিমার লাইট সেট	২৮টি	৫৬	ল্যাপটপ	১টি
১৪	কাটা/খুচরা টিন	৬০ কেজি	৫৭	মোবাইল চার্জার ষ্ট্যান্ড	১টি
১৫	সিলিং ফ্যান	৬টি	৫৮	পানির ফিল্টার	১টি
১৬	টর্চলাইট	১৪টি	৫৯	স্প্রে মেশিন লম্বা (গাছের)	১টি
১৭	রড	৩০০ কেজি	৬০	পত্রিকা	৪০ কেজি
১৮	লোহার পাইপ বিভিন্ন সাইজ	৫০ কেজি	৬১	মাউস	৬ টি
১৯	লৌহজাত দ্রব্য	৪০ কেজি	৬২	তাগার	৬টি
২০	লোহার খাঁচা	৪টি=৭০ কেজি	৬৩	ড্রিল মেশিন	১টি
২১	জানালার ফ্রেম(কাঠ ও লোহার)	৪টি	৬৪	গ্যারাটন মেশিন	৪ টি
২২	বিভিন্ন সাইজের কাঠের টুকরা	৩০০ কেজি	৬৫	কাঠ কাটার মেশিন	৩ টি
২৩	লোহার দরজা	১৭টি= ৭০০ কেজি	৬৬	রড কাটার মেশিন	২টি
২৪	টিউবয়েলের মাথা	২টি	৬৭	এলইডি টিভি ৩২”	১ টি
২৫	বাতির ঢাকনা (বড়)	১৭টি	৬৮	ঘাস কাটার মেশিন	১টি
২৬	বাতির ঢাকনা (ছোট)	৬০টি	৬৯	কালার প্রিন্টার	১টি
২৭	ডিবি বোর্ড	১টি= ১০ কেজি	৭০	প্রিন্টার	১টি
২৮	বেসিন	৯টি	৭১	ফ্যাক্স মেশিন	১টি
২৯	কমোড	৯টি	৭২	ইলেক্ট্রিক কেটলি	১টি
৩০	ইউরিনাল (গোল)	১১টি	৭৩	ফাইল ক্যাবিনেট	২টি
৩১	বিপকক, লেদপাইপ,পিলারকক ম্যাজিক পাইপ, অন্যান্য সেনেটারির খুচরা মালামাল	১০ কেজি	৭৪	মাইক্রোবাসের সিট (নতুন)	১ সেট
৩২	লোডাউন	২৮টি	৭৫	স্পাইরাল বাইন্ডিং (নতুন)	১টি
৩৩	এনার্জি লাইট	১০০টি	৭৬	বাই সাইকেল	১টি
৩৪	স্প্রিং	১০০ কেজি	৭৭	তালা	৭টি=১ কেজি

ক্র: নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	ক্র: নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ
৩৫	লেমিনেটিং মেশিন	১টি	৭৮	পিলার	২০টি
৩৬	ইন্টারকম সেট	১৮ টি	৭৯	সূর্য (লোহার পাইপ ও প্লেনসিটের) ২টি	১০০ কেজি
৩৭	গ্রীল	৩০০ কেজি	৮০	স্টিলের আলমারী	৫ টি
৩৮	ফল্স সিলিং	৬০টি	৮১	মাছের গ্যাস মেশিন	১ টি
৩৯	টেবিল	৩টি	৮২	হ্যালোজিন লাইট সেট ১০০= ২০০ ওয়াট	১০টি
৪০	চেয়ারের ফ্রেম	৩টি	৮৩	সিসি ক্যামরা	১০টি
৪১	কাঠের দরজা	৯টি	৮৪	ফায়ার এক্সটিং গুইশার মেশিন ২টি	১০ কেজি
৪২	এ্যালুমিনিয়াম	১০ কেজি	৮৫	হ্যালোজিন লাইট ১০ সেট (২০ ওয়াট)	১৫টি
৪৩	টায়ার	১টি			

পরিশিষ্ট-জ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে আয়-ব্যয়ের হিসাব (লক্ষ টাকায়)

খাতের নাম	টাকা	খাতের নাম	টাকা
১. সরকারি অনুদান	৩৯৮	১. বেতন ও ভাতাদি বাবদ	২১৭.২৭
২. প্রবেশ ফি	১৫৭	২. পণ্য ও সরবরাহ সেবা বাবদ	১৬৬.৬৫
৩. মেলার স্টল	৭.৭৯	৩. অনুষ্ঠান উৎসবাদি	৫৭.২২
৪. ইজারা	৯.২৮	৪. আনুতোষিক	৭৮.০৬
৫. কোয়ার্টার ভাড়া	১১.২৯	৫. নিরাপত্তা	৩১.৮৫
৬. স্টল ভাড়া	৫,৪৭	৬. প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৩.৩৪
৭. বিবিধ	৪৮.১১	৭. অন্যান্য ব্যয়	৭৬.৩৩
মোট আয়	**৬৩৬.৯৪**	**মোট ব্যয়**	**৬৩০.৭২**

পরিশিষ্ট-ঞ
আলোকচিত্রে ২০২০-২১

ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ডের ১২১ তম সভার স্থিরচিত্র

পরিচালনা বোর্ডের ১২১তম সভা শেষে জাদুঘর পরিদর্শনরত মাননীয় সভাপতি ও সম্মানিত সদস্যগণ

'কারুশিল্পী জরিপ' সংক্রান্ত কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ডিন জনাব নিসার হোসেন

‘কারুশিল্পী জরিপ’ কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

ফাউন্ডেশনের পরিচালকের সাথে পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় অনুষ্ঠিত ‘মৃৎশিল্পের সম্ভাবনাময় ঐতিহ্য ও আধুনিকতা’ শীর্ষক কর্মশালার অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

সিলেটের রাজনগর উপজেলায় অনুষ্ঠিত ‘শীতলপাটির ডিজাইন বৈচিত্র্য ও এর বহুবিধ ব্যবহার’ শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্যরত বিসিকের সাবেক চীফ ডিজাইনার জনাব আলাউদ্দীন আহমেদ

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'কারুশিল্পী উদ্যোক্তা' শীর্ষক কমর্শালার সমাপনী দিনে প্রধান অতিথির সাথে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত যুগ্ম-সচিব জনাব অসীম কুমার দে এর পরিচালনায় ইনোভেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র

Intangible Cultural Heritage (ICH) বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আয়োজিত নঁকশি পিঠা প্রতিযোগিতার
অতিথি ও বিচারকগণের সাথে প্রতিযোগীবৃন্দ

নকঁশি পিঠা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারীকে বিচারমণ্ডলী কর্তৃক সনদ প্রদান

খাদিশিল্প প্রতিযোগিতায় বিজয়ী নির্ধারণে যাচাই বাছাইয়ের স্থিরচিত্র

পদকপ্রাপ্ত কারুশিল্পীদের সাথে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

ফাউন্ডেশন আয়োজিত অগ্নি নির্বাপন প্রশিক্ষণ

শুদ্ধাচার ও অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ে
অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা/গণশুনানি'র চিত্র

গবেষকগণের সাথে ফাউন্ডেশনের চুক্তি স্বাক্ষরের পর ফাউন্ডেশন পরিচালক ও গবেষকবৃন্দ

হযরত শাহজালাল আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দরে কারুপণ্য প্রদর্শন ও বিপণনে পর্যটন কর্পোরেশনের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের চিত্র

সভা শেষে 'গবেষণা ও প্রকাশনা কমিটি' সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

বড় সরদারবাড়ি সজ্জিতকরণ সংক্রান্ত সভা শেষে কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁর ভাস্কর্যের পাদদেশে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকীতে আয়োজিত
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশুদের পরিবেশনা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী
শিশুদের সাথে ফাউন্ডেশন পরিচালক ও কর্মকর্তাবৃন্দ

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে সোনারগাঁও মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিফলকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শিশুদের আঁকা ছবিসমূহ পরিদর্শনে ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্ম জয়ন্তীতে তাঁর সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন

লোককারুশিল্প মেলা ২০২১ পরিদর্শনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কেএম খালিদ, নারায়ণগঞ্জ-০৩ আসনের সাংসদ জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা এবং নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক জনাব মোস্তাইন বিল্লাহ

মেলায় আয়োজিত ‘জীবন্ত প্রদর্শনী’র অংশবিশেষ

লোককারুশিল্প মেলা ২০২১

লোককারুশিল্পমেলা ২০২১

লোককারুশিল্পমেলা ২০২১ এ কিশোরগঞ্জের টেপাপুতুল শিল্পী
সুনীল পাল ও তার সহধর্মিনী আরতী রানী পাল

লোককারুশিল্পমেলা ২০২১ এ সিলেটের মণিপুরী তাঁতশিল্পী
সনাতন সিংহ ও তার সহধর্মিনী লক্ষ্মী রানী সিনহা

লোককারুশিল্প মেলা ২০২১ এ টাঙ্গাইলের বাঁশ-বেতশিল্পী
মোঃ শাহজাহান মিয়া ও তার পুত্র মোঃ হৃদয় মিয়া

লোককারুশিল্প মেলা ২০২১ এ চট্টগ্রামের তালপাতার নকশি পাখা শিল্পী বাপ্পারাজ
উদ্দিন ও তার মা কাপড়ের নকঁশি পাখা শিল্পী মনোয়ারা বেগম

লোককারুশিল্প ২০২১ এ স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' দর্শনরত দুই প্রজন্মের দর্শনার্থী

জয়নুল জাদুঘরে স্থাপিত ‘জয়নুল কর্নার’

লোককারুশিল্প মেলা ২০২১ লোকসঙ্গীত পরিবেশনরত ফকির আলমগীর ও তার দল

লোককারুশিল্প মেলা ২০২১ গাজীর পট পরিবেশনরত মুন্সিগঞ্জের
মঙ্গল আলী ও তার দল

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার স্থিরচিত্র

ফাউন্ডেশনের কারুপণ্য চত্বরে নবনির্মিত স্যুভিনির শপ

ফাউন্ডেশনের লেকের দৃশ্য

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সংগ্রাম তৈলচিত্র অনুকরণের ভাস্কর্য

ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি

শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর